সমাজসম্বন্ধে সুসংগঠিত সূত্র-সম প্রস্তাবনা যা সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হতে পারে— "systematically organized law like Propositions about society that can be supported by evidence." সমাজবিজ্ঞানী কর্তৃক বর্ণিত তত্ত্বের এই সংজ্ঞা থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রমাণযোগ্যতা তত্ত্বের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আর এই প্রমাণযোগ্যতা সম্ভব হয় গবেষণার মধ্য দিয়ে।

সমাজ গবেষণার সাথে তত্ত্বের সম্পর্ক হল পারস্পরিক এবং এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক বুঝতে বিভিন্ন ধারণা, তথ্য ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সমাজ গবেষণা হল সামাজিক সত্য অনুধাবন এবং ব্যাখ্যার এক নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে সামাজিক গবেষণা সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে। অপরপক্ষে সামাজিক তত্ত্ব হল গবেষণার ভিত্তিতে সংগৃহীত তথ্যাদির জ্ঞানভাণ্ডার।

সামাজিক গবেষণা নতুন তথ্য আবিষ্কার, আবার কখনো পুরোনো তথ্যাদির সত্যতা বিচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সামাজিক গবেষণা অনুমান গঠনের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য সংগ্রহণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। সমাজবিজ্ঞানী Cohen এর মতে, সামাজিক গবেষণার মূল লক্ষ্য হল তথ্যের নিরপেক্ষ অনুশীলন। কিন্তু তথ্য তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন তা অন্য তথ্যের সাথে সংযুক্ত হয়।

গবেষণা ও তত্ত্ব একে অপরের পরিপূরক ও সম্পর্কযুক্ত। গবেষণা তত্ত্ব গঠনে সাহায্য করে। অপরদিকে তত্ত্বও সামাজিক গবেষণাকে প্রভাবিত করে। যে কোন গবেষণা প্রক্রিয়ায় গবেষক নতুন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটন করেন, নতুন প্রকার সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞানী যখন কোন তত্ত্ব গঠনে উদ্যোগী হন তখন তাঁর সর্বপ্রথম কাজ হয় বর্তমান বিষয়ের পুনর্বিচার অথবা নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এই দুই ক্ষেত্রে গবেষক পূর্বে গঠিত অথবা জ্ঞাত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অনুসন্ধান শুরু করেন। এছাড়া তত্ত্বে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধারণাকে স্পষ্ট রূপে ব্যাখ্যা করতে গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন যদি কোন গবেষক মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় আগ্রহী হন, তবে তাঁর প্রধান এবং প্রথম কাজ হল স্বাস্থ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করা। এই সম্পর্কে কোনো নতুন তথ্য থাকলে তাতে আলোকপাত করে তত্ত্বকে পুনর্গঠন করে সামাজিক গবেষণা।

তত্ত্ব গঠিত হয় তথ্যের দ্বারা যা সামাজিক গবেষণার পরীক্ষালব্ধ। তত্ত্ব গবেষণার পথ প্রদর্শন করে নির্দিষ্ট এলাকা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যা গবেষণাকার্যে কার্যকরী হয়। তত্ত্ব তথ্য নির্বাচনে সাহায্য করে এবং সংগৃহীত তথ্যকে অর্থবহ করে তোলে। বিভিন্ন ছোটো

ছোটো এককের পরিবর্তে তত্ত্ব তথ্যের একটি সামগ্রিক রূপ ধারণে সাহায্য করে। তাই বলা যেতে পারে যে তত্ত্ব তথ্যের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে তাকে একটি কাঠামোর আকারে প্রতিষ্ঠিত করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান। গবেষণা তত্ত্ব গঠনে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সরবরাহ করে। অপরপক্ষে তত্ত্ব গবেষণা প্রসূত বিভিন্ন তথ্যের একটি নির্দিষ্ট আকার প্রদান করে। তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার সাধারণীকরণ করতে সাহায্য করে তত্ত্ব। এছাড়াও গবেষণার বিভিন্ন ভুল ত্রুটি সংশোধন করে নতুন তত্ত্ব গঠনে সাহায্য করে, উৎসাহ দেয়। গবেষণার সাথে তত্ত্বের তাই পারস্পরিক তাৎপর্য কোনো দ্বন্দ্বের অপেক্ষা রাখে না। গবেষণার মধ্য দিয়ে তত্ত্বের পুনর্নির্মাণ ও পুনর্গঠন সম্ভব নয়। অধ্যাপক Goode and Hatt এর মতে শরীর ও তার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেভাবে সম্পর্কিত, ঠিক তেমনি তত্ত্ব ও গবেষণা একে অপরের সাথে সংযুক্ত। গবেষণা তত্ত্বকে শক্তিশালী করে, উন্নত করে, পরিমার্জিত করে, পরিবর্ধিত করে। অপরপক্ষে তত্ত্ব হল গবেষণা প্রসূত তথ্যের সামগ্রিক রূপ।

■ ধারণা স্পষ্টীকরণ (Conceptualization)

সামাজিক গবেষণায় বহু শব্দ বা ধারণার ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যার অর্থ অনেক সময় স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হয় না। আবার অনেক সময় তা দ্বিবিধ অর্থ নির্দেশ করে। তাই গবেষণায় ব্যবহৃত ঐ সকল ধারণার অর্থ স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ধারণার স্পষ্টীকরণ হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধারণার সর্বসম্মত ব্যাখ্যা অথবা সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। Earl Babbie-র মতে "Conceptualization is the process through which we specify precisely what we mean, when we use particular terms." অর্থাৎ স্পষ্টীকরণ হল এক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যবহৃত ধারণার নির্দিষ্ট অর্থ নির্দেশ করা হয়।

দৈনন্দিন যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক সময় পরিভাষা অস্পষ্ট হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমরা যা প্রকাশ করতে চাই তা করতে পারি না। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরিভাষাগত এই ধরনের বিভ্রান্তি অনেক সময়ই অন্তরায় হয়ে থাকে। তাই গবেষণার ক্ষেত্রে পরিভাষার স্পষ্টীকরণ অপরিহার্যরূপে বিবেচিত হয়। যেমন কোন গবেষণা প্রকল্প যদি হয় "নারীরা পুরুষদের তুলনায় বেশী সংবেদনশীল।" —এই প্রকল্পে "সংবেদনশীল"

Scanned with CamScanner

বছর, ১০ বৎসর প্রভৃতি। তাই Baker বলেছেন— "Concepts are the abstract terms employed to explain or make sense of our experience."

• **চলক (Variable)** : ধারণার পরিবর্তনশীল রূপ হল চলক। P. V. Young তাঁর "Scientific Social Surveys and Research" গ্রন্থে বলেছেন, "A Variable is any quantity or characteristic which may possess difficult numerical values or categories." অর্থাৎ চলক হল এমন এক প্রকার পরিমাণ বা বৈশিষ্ট্য যা নানাবিধ শ্রেণীতে বিন্যস্ত। যেমন 'সময়', 'মজুরি', 'বয়স' প্রভৃতি। Ram Ahuja তাঁর "Research Method" গ্রন্থে বলেছেন— "A variable is a characteristic that takes on two or more values. It is something that varies." Block এবং Champion তাঁদের "Methods and Issues in Social Research" গ্রন্থে বলেছেন— "চলক হল একটি নির্দিষ্ট বিশ্লেষণের একক যা নানাবিধ রাশিমালার মানসমূহের যে কোনো একটি ধারণ করতে সক্ষম।"

• **বক্তব্য (Proposition)** : বক্তব্য হল কিছু ধারণা বা চলক সম্পর্কে নির্দিষ্ট বা স্পষ্ট বিবৃতি। যেমন সমাজে যত বেশি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ততই মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বাড়বে। এই বিবৃতিতে জনসংখ্যা একটি চলক। অপরাধ একটি চলক ক্ষেত্রবিশেষে যার মান পরিবর্তনশীল। বক্তব্যের মধ্য দিয়ে কিছু ধারণাকে সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়ে একটি বিষয় প্রকাশ করা হয়। এই বক্তব্য থেকে অনুমান (Hypothesis) গঠন করা হয়।

■ তত্ত্ব গবেষণা সম্পর্ক (Theory Research Relation)

আমাদের চারপাশের এই বিশ্বজগতে নিরন্তর ঘটে যাওয়া বিবিধ ঘটনাবলী মানুষের মনে নানা প্রশ্নের সঞ্চার করে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী অথবা সামাজিক ঘটনা মানুষের মনে অজানাকে জানার আগ্রহকে বাড়িয়ে দেয়। বিবর্তনের পথ বেয়ে প্রকৃতি তথা সমাজের রূপ ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। মানব সমাজ এগিয়ে চলেছে সরল থেকে জটিলতর অবস্থার দিকে। জটিলতর এই সমাজের নানাবিধ সমস্যার উৎস সন্ধানে সামাজিক গবেষণার ভূমিকা অপরিসীম। সাধারণ অর্থে গবেষণা বলতে জ্ঞানের অন্বেষণকে বোঝায়। অজানাকে জানাই এই বিজ্ঞানসম্মত, সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা হল গবেষণা। গবেষণার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান আমাদের জ্ঞানপিপাসু মনকে পরিতৃপ্ত করে, জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। সমাজবিজ্ঞানীরা তাই সমাজতত্ত্বে সামাজিক গবেষণার

গুরুত্বকে নানাভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী P. V. Young এর মতে সামাজিক গবেষণা হল যুক্তিসম্মত এবং সুসংবদ্ধ কৌশল অনুসারী এক বৈজ্ঞানিক প্রোগ্রাম যার উদ্দেশ্য হল নতুন তথ্য আবিষ্কার, পুরানো তথ্যের সংশোধন এবং কোনো প্রাসঙ্গিক তত্ত্বের নিরিখে উপাত্তসমূহের মধ্যে পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে মানবিক আচরণ অনুশীলনের সহায়ক তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরী করা। Earl R. Babbie তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "The Practice of Social Research" গ্রন্থে গবেষণাকে ব্যাখ্যা করেছেন— "As a method of inquiry, a way of learning and knowing things about the world around us." অর্থাৎ গবেষণা হল একটি অনুসন্ধান পদ্ধতি, আমাদের চারপাশের জগৎ সম্পর্কে জানার পদ্ধতি। Goode এবং Hatt র মতে "Social Research is a scientific attempt to enhance the field of knowledge." C. R. Kothari তাঁর "Research Methodology" গ্রন্থে বলেছেন— "The term research refers to the systematic method consisting of enunciating the problem, formulating a hypothesis collecting the facts or data, analysing the facts and reaching certain conclusions either in the form of solution towards the concerned problem or in certain generalisations for some theoretical formulations.'

গবেষণা সমাজে উদ্ভূত বিবিধ সমস্যাবলীর সমাধান সূত্র ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হয়— ইতিপূর্বে আলোচিত বিবিধ সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে একথা স্পষ্ট। কিন্তু গবেষণা লব্ধ তথ্য গ্রথিত হয়ে ওঠে তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। মালায় গাঁথা প্রত্যেকটি ফুল যেমন প্রকাশ লাভ করে সমগ্র মালার মধ্যে, ঠিক তেমনি গবেষণালব্ধ তথ্য তত্ত্বের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই গবেষণা ও তত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা ও গুরুত্ব সমাজতত্ত্বে বিশেষে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

সমাজতত্ত্বে তত্ত্ব হল যুক্তিবদ্ধ প্রস্তাবনাগুচ্ছ যা থেকে বস্তুগত সমরূপতা নির্ধারণ সম্ভব হয়। "Sociological Theories refer to logically inter-connected sets of Propositions from which empirical uniformities can be derived." তত্ত্ব সম্পর্কে এই বক্তব্যটি Robert Menton এর। Talcott Parsons তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে তত্ত্ব হল বাস্তব অবস্থা উল্লেখে যুক্তিবদ্ধ কতিপয় ধারণা বিশেষ— "a body of logically interdependent generalized concepts of empirical reference." Zetterberg তত্ত্বকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এইভাবে তত্ত্ব হল

Scanned with CamScanner